দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 OCT 1988

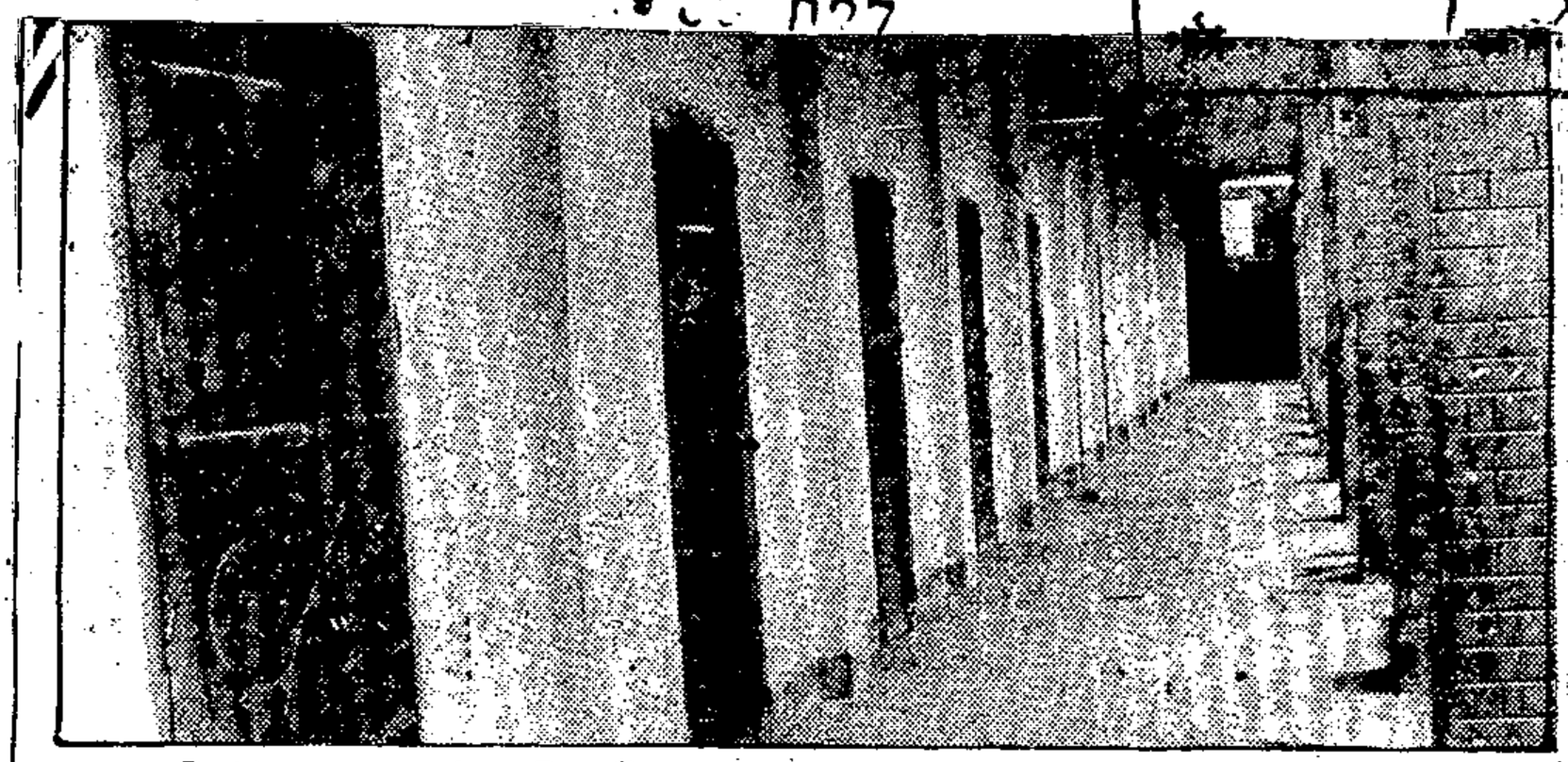

রাজধানী হাইস্কুল। বন্যার্তরা চলিয়া গিয়াছে সাফ-সুতুরের কাজ বাকী। তাই গতকাল ক্লাস হয় নাই
—মোহাম্মদ আলম

পড়াশুনার আবহ সৃষ্টিতে ২/৪ দিন লাগিবে

রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলে নাই

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গতকাল (শনিবার) বন্যা-উত্তর ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয় নাই। দুর্গত শিবিরে পরিণত হয় নাই এমন কিছু বিদ্যালয় ক্লাস শুরু করে। বাকী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্গত বিদায় ধোয়া-মোছা, পরিবেশ উদ্ধারে ব্যস্ত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে। ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জগন্নাথ কলেজ হইতে দুর্গতরা বিদায় নিলেও ১১ই অক্টোবরের আগে সেখানে ক্লাস শুরু হইবে না। গেণ্ডারিয়ার মনিজা রহমান গার্লস স্কুলে গতকাল দুর্গতদের 'শেষ রিলিফ' দেওয়া হইতেছিল। শেরে বাংলা নগরের রাজধানী স্কুল রোল কল করিয়া ৩/৪ দিনের জন্য ছুটি হইয়াছে। সমন্বয়বিহীন অবস্থার মধ্যে রাজধানীতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনার লক্ষণীয় চেষ্টা গতকাল জোরদার হয়।

রাজধানীর ৬ শতাধিক শিক্ষা-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃঃ পর)

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় স্কুল-কলেজ প্রায় এক মাস বন্ধ ছিল। ১লা অক্টোবর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু করার নির্দেশ থাকিলেও পৌর কর্তৃপক্ষ ত্রাণশিবির বন্ধ বা স্থানান্তর করার উদ্যোগ নেন নাই। অধিকাংশ ওয়ার্ডে চেয়ারম্যান ও স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ না থাকায় সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

পৌর কর্পোরেশনের উপপ্রশাসক শামসুজ্জামান মিন্টুর অফিস কক্ষে গতকাল দুপুরে উপস্থিত ২, ৩, ১৫, ৩৬, ৩৯ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ারম্যানগণ জানান, তাহাদের এলাকার অধিকাংশ, ৯০ ভাগ, ত্রাণশিবির খালি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শেষ হয় নাই। ক্লাস শুরু হইতে ৩/৪ দিন সময় লাগিবে।

৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ জানান, ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতির বাহিরে স্যানিটেশন ইত্যাদি শোচনীয় অবস্থায় রাখিয়া পনের হাজার দুর্গত কলেজ হইতে সরিয়াছে। কিন্তু ভাঙচুরে বিনষ্ট চেয়ার, টেবিল, দেওয়াল ও মেঝে ঝুলকালি, অসহ্য নোংরা গন্ধ, বিনষ্ট চুনকামের এ ভবনাদিতে ক্লাস শুরু করা যাইবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ গতকালের বৈঠকে ঠিক করিয়াছেন, সোমবার ১১ই অক্টোবর ক্লাস শুরু হইবে।

পানি নামে নাই, দুর্গতদের রাস্তায় নামানো যায় না—এই যুক্তিতে শুক্রবার রাত পর্যন্ত পৌর কর্তৃপক্ষ ও ওয়ার্ড চেয়ারম্যানগণ নগরীর ৩৬৭ টি শিবিরে ৭ লক্ষ দুর্গতের হিসাব প্রদর্শন করেন। ইহার মধ্যে ২০০ টিই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গতকাল বিকাল পর্যন্ত বেশকিছু বিদ্যালয় হইতে দুগতদের বিদায় দেওয়া হয়। কিন্তু নোংরা অবস্থা পরিচ্ছন্ন করিতে বেশ কয়েকদিন লাগিবে।

পৌর ওয়ার্ড চেয়ারম্যানগণ নিজেদের লোকদ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'পরিচ্ছন্ন' করিয়া দিতেছেন। কিন্তু ইহা কেবল জমানো ময়লা অপসারণ। বিদ্যালয়ের উপযোগী পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা প্রাণান্তকর।

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগকে এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়াও কোন সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। কেবল শিক্ষা অধিদপ্তর 'পরে দেখা যাইবে' এই আশ্বাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপাততঃ কাজ সমাধা করার নির্দেশ দিয়াছে।